কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ইউনিট ২

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সঞ্চয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। বাণিজ্যিকভাবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের প্রসারের ফলশ্রুতিস্বরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে। ব্যাংকিং কথা প্রাচীন হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে। এরপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আধুনিক রূপ পেয়েছে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে মূদ্রা বাজার এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্য ছাড়া অর্থ ও মূদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায় না। আসুন, আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

এ ইউনিটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, অর্থ সরবরাহ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। এ ছাড়াও নিকাশ ঘরের কার্যাবলীর উপরও আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা, আওতা, কার্যাবলী ও সরকারের ব্যাংকার
পাঠ-২.২ : তালিকাভুক্ত ব্যাংকের তদারকি
পাঠ-২.৩ : ঋণ নিয়ন্ত্রণ
পাঠ-২.৪ : নিকাশঘর : কার্যাবলী, পদ্ধতি ও গুরুত্ব

মূখ্য শব্দমালা	ব্যাংক, ব্যাংকার, অর্থ ব্যবস্থা।

পাঠ-২.১ সংজ্ঞা, আওতা, কার্যাবলী ও সরকারের ব্যাংকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার' এ উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা জাতীয় ঋণ কাঠামো (credit structure)-এর স্থায়িত্ব রক্ষা করে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ বৃদ্ধি করে। অন্যভাবে বলা যায়, যে ব্যাংকের উপর একটি দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। দেশের প্রধান ব্যাংকই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মাধ্যমে দেশের সকল ব্যাংকিং ও মুদ্রা বাজার গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি দেশের সার্বিক প্রয়োজনে নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে, ঋণ নিয়ন্ত্রণকরে, মুদ্রা বাজার গঠন ও পরিচালনা করে, এবং দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার নেতৃত্বদানসহ সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। দ্রব্যমূল্যের স্থিরতা বজায় রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সার্বিক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্যাংক বিশারদগণ কি বলেছেন তা জেনে নিই।

অধ্যাপক আর. সি কেন্ট এর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনকল্যাণের প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের প্রচলিত মুদ্রার/অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অধ্যাপক এম. এইচ. ডী কক-এর মতে, যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে ব্যাংকের নোট ইস্যুর ক্ষেত্রে একক বা আংশিক একচেটিয়া অধিকার রয়েছে, সেটিই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তিনি আরো বলেন, এটি মুনাফার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে জনসাধারণের স্বার্থবৃদ্ধি এবং দেশের সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে। অধ্যাপক কিসচ এবং এলকিনের মতে, যে ব্যাংকের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো দেশের মুদ্রা-মান স্থিতিশীল রাখা, তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। অধ্যাপক আর. এস. সেয়ার্স-এর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের একটি প্রতিষ্টান, যা সরকারের পক্ষে অধিকাংশ আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন করে এবং উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনকালে এবং বিভিন্ন পন্থায় দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার মাধ্যমে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন করে। এ সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে–

ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণে;

খ) এটি দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করে এবং নেতৃত্ব প্রদান করে;

গ) এটি সকল ব্যাংকের মুরুব্বী। দেশের অর্থ ও মুদ্রা, ঋণ এবং ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক;

ঘ) দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একক অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঙ) দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কাজটি এ ব্যাংকের উপর অর্পিত;

চ) মুনাফা অর্জন এর উদ্দেশ্য নয়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণই এর মূল উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান সরকারী ব্যাংক। এটি দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করে। অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এ ব্যাংকের উপরই থাকে।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো 'বাংলাদেশ ব্যাংক'। ঢাকার মতিঝিলে এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ১৬৫৬ সালে সুইডেনে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গোড়াপত্তন হয়েছিল। রিকস্ ব্যাংক অব সুইডেন পৃথিবীর প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আধুনিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকৃতি ও আওতা (Nature and Scope of Central Bank in Modern Economy)

আধুনিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকৃতি নিয়ে প্রায়ই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আসল ভূমিকা কি, সে সম্পর্কে আগে থেকেই কিছু চিরা-চরিত ধারণার জন্য এই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রধানত: দুটি কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত।

প্রথমত: উন্নত দেশগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত: বাস্তব প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের মত সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে সচরাচর একটি ঔপনিবেশিক জোয়াল হতে মুক্তির পর পরই দেশের অর্থনীতিতে ছক-কাটা ধরনের একটি নতুন কেন্দ্রীয় ব্যাংক জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে এসব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাহ্যিক সাংগঠনিক উপকরণ ও ক্ষমতাবলী অন্য সব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মত করে দেওয়া হলেও এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অতীত ঐতিহ্য কিংবা অভিজ্ঞতা দুটিরই অভাব থাকে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে ভুল বুঝার অবকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ এখন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিসরে জাতীয় পুনর্গঠনে ব্যস্ত। কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীতে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সঠিক প্রতিফলন ঘটানো একান্তভাবে জরুরি। কেননা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী সরকারী অর্থনৈতিক নীতিমালার একটি দিক মাত্র।

বেসরকারী পুঁজিবাদের উজ্জ্বল দিনগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনেকগুলিই বেসরকারী মালিকানায় ছিল। ফলে তাদের কাজ কারবারে অনেক সময় বেসরকারী স্বার্থ প্রাধান্য পেত। তবে বর্তমান যুগে সব জায়গাতেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সরকারী নিয়ন্ত্রণে থেকে জাতীয় স্বার্থকে সবচেয়ে উর্ধ্বে স্থান দেয় এবং কখনই লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি সাধারণ স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য হল এই যে, একটি রাষ্ট্রের নগদ অর্থ-সঞ্চয় এ ব্যাংকে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা রাখতে হয়। এ ব্যবস্থা জরুরী প্রয়োজন মিটাতে সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণদানের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য (Objectives of Cenral Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বলতে পারেন, সরকারই এ ব্যাংকের মালিক। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রাখার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যান্য উদ্দেশ্য নিম্ন আলোচনা করা হলো :

১. **মুদ্রা প্রচলন ঃ** দেশের অভ্যন্তরে চাহিদার আলোকে লেনদেনের বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট প্রচলন করার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব। লক্ষ্য করলে দেখবেন, কারেন্সী নোটের (টাকার) উপরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। তার মানে, বাংলাদেশ ব্যাংক কারেন্সী নোট ইস্যু করে কিন্তু এক টাকার নোট ইস্যু করে সরকার।

২. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থ বাজার স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৩. **মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা ঃ** অর্থের যোগান ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্যস্তর স্থিতিশীলতা রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪. **অর্থ গঠন ও পরিচালনা ঃ** দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে গতিশীল করার জন্য দেশের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয়।

৫. **ব্যাংক ব্যবস্থার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ঃ** সুষ্ঠু ব্যাংক ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বড় হাতিয়ার। একটি সুসংহত এবং শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. **সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করাঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তি করে। অর্থাৎ সরকারের অর্থ আদায়, পরিশোধ ও সংরক্ষণে এটি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

৭. **ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ** তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংকিং সংক্রান্ত লেনদেন নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। অন্যান্য ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কতিপয় শর্ত মেনে এ দায়িত্ব পালন করে।

৮. **নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশ ঘরের মাধ্যমে দেশের আন্তঃ ব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে। ফলে আন্তঃব্যাংকিং ক্ষেত্রে চেক, ড্রাফট, বিনিময় বিল, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ইত্যাদির বিনিময় সংক্রান্ত নিষ্পত্তি সহজ হয়।

৯. **মূলধন গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে। এ ছাড়া ব্যাংকের ঋণ যাতে অর্থনীতিতে মূলধন হিসেবে ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

১০. **মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ঃ** একেক দেশের মুদ্রার মান একেক রকম। আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য দু'টি ভিন্ন মুদ্রার মধ্যে একটি বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

১১. **বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপর একটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে এটি বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যালেন্স অব পেমেন্ট পরিস্থিতি দেশের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে।

১২. **বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগঃ** পৃথিবীর অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্পর্কের ভিত্তি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

১৩. **সরকারকে উপদেশ প্রদানঃ** বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক এবং প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, যে দেশের অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঋণ ও বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য।
জানা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। এবার আসুন কিভাবে এ উদ্দেশ্য অর্জন করে তা নিয়ে আলোচনা করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ বাজারের সংগঠক, অভিভাবক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাই এর মর্যাদা, গুরুত্ব এবং কার্যাবলীর প্রকৃতি আলাদা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে তা নিচে আলোচনা করা হলো:

ক) সাধারণ কার্যাবলী ঃ

১. **নোট ইস্যু ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজই হলো দেশের জন্য প্রয়োজনের আলোকে মুদ্রা প্রচলন করা। দেশের জনগণের চাহিদা, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে তাল মিলিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ কাজ করে থাকে।

২. **মুদ্রার মান সংরক্ষণ ঃ** বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার মূল্যমান স্থিতিশীল রাখে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটায়।

৩. **স্বর্ণমান সংরক্ষণ ঃ** মুদ্রা সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বর্ণ বা স্বর্ণমানের অন্য একটি মুদ্রা রিজার্ভ হিসেবে রাখে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরবরাহকৃত অর্থের বিপরীতে ৩০% স্বর্ণ বা রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য এ নিয়ম রক্ষা করা বাধ্যতামূলক।

৪. **মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শক্তিশালী মুদ্রা বাজার গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

৫. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণের প্রয়োজন। এ ঋণের পরিমাণ বেশি হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ সৃষ্টির কার্যক্রম ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এতে দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রা ও মূল্যমান স্থিতিশীল থাকে।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিদেশী মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে।

৭. **বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা কৌশল ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রার আদান-প্রদান এবং আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে আমদানি-রপ্তানিতে ভারসাম্য বিরাজ করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে।

খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলীঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। এটি সরকারের ব্যাংকার, প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টা হিসেবে কার্য সম্পন্ন করে থাকে। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **সরকারের তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে সরকারের যাবতীয় তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করে।

২. **আর্থিক লেনদেন সম্পাদন ঃ** সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে-বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে। এর মাধ্যমেই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং সরকারি প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ নিষ্পত্তি হয়।

৩. **অর্থ গ্রহণ ও স্থানান্তর ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের সকল খাতের পাওনা ও রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং সরকারের নির্দেশে উক্ত অর্থ এক খাত থেকে অন্য খাতে এবং একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করে।

৪. **ঋণদান ও তত্ত্বাবধান ঃ** সরকারের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ প্রদান করে। এছাড়া সরকারের ট্রেজারি বিল, ফান্ড, সিকিউরিটি বিক্রি করে অর্থ ও ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে।

৫. **সরকারের হিসাব সংরক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে। সে কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ট্রেজারি বলা হয়।

৬. **বাহক ও আর্থিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক ঃ** সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থা যেমন- বিশ্বব্যাংক আই.এম.এফ., এডিবি, আই.ডি.বি. ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখে।

৭. **বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে দেশীয় অর্থনীতি উন্নয়ন, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় এবং বৈদেশিক বিনিময় দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. **সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। সরকারের পক্ষে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ, চুক্তিসম্পাদন ও লেনদেন সম্পাদন করে।

৯. **সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে সকল প্রকার তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করে। তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী ঃ

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলোর শাখা বিস্তার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. **ব্যাংক তালিকাভুক্তিকরণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যাংক তালিকাভুক্তি করা। এজন্য তালিকাভুক্তির পূর্বে এবং পরে পালনীয় শর্তাবলী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয় এবং তা সঠিকরূপে পালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে। শর্ত পূরণ না করলে কোন ব্যাংক তালিকাভুক্ত করা হয় না।

৩. **তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তালিকাভুক্ত সকল সদস্যব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রদত্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলী মেনে চলতে হয়।

৪. **ঋণের শেষ আশ্রয়স্থলঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে ঋণদান করে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যখন বিকল্প কোন উৎস থেকেই ঋণ পায় না তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

৫. **ঋণ তদারকঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কিরূপে ঋণমঞ্জুর করছে এবং তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণে সহায়ক হবে কিনা ইত্যাদি তদারকী করে।

৬. **তহবিল সংরক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংক থেকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে 'রিজার্ভ' তহবিল' হিসেবে সংরক্ষণ করে থাকে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই হার প্রয়োজনে বাড়ানো-কমানো হয়।

৭. **নিকাশ ঘর হিসেবে কাজঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন ও দেনা-পাওনার নিষ্পত্তির ব্যাপারে নিকাশঘর হিসেবে কাজ করে থাকে। নিকাশ ঘর ছাড়া আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন হয় না।

৮. **হিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের হিসাবপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি স্থির করে দেয়। অপর দিকে, গৃহীত সকল নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর আলোকে সকল হিসাবপত্র সংরক্ষণ হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে।

৯. **উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্বঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা এবং সহযোগিতা প্রদান করে।

ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়নমূলক কাজগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. **ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, শাখা খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং খাতের বাস্তব উন্নয়ন করে।

২. **উৎপাদন খাতের উন্নয়নঃ** দেশের উৎপাদনশীল খাত, যেমন কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাহায্য সহযোগিতা করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

৩. **বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এতে দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হয়।

৪. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তাঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকে।

৫. **কর্মসংস্থান ঃ** দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে।

ঙ) অন্যান্য কার্যাবলী ঃ

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হলো:

১. **তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ থেকে এবং বহির্বিশ্ব থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনের আলোকে তা সর্বত্র সরবরাহ করে।

২. **গবেষণা পরিচালনাঃ** দেশের অর্থ ও মুদ্রা বাজার উন্নয়ন, ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারের আর্থিক নীতিমালা নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন গবেষণা কার্য পরিচালনা করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পৃথক শাখা রয়েছে।

৩. **আর্থিক রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের আলোকে এবং পরিচালিত গবেষণার আলোকে বিভিন্ন আর্থিক রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশ করে থাকে। এতে দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমস্ত চিত্র ফুটে উঠে। এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পৃথক শাখা রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ ও মুদ্রা বাজারের প্রাণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

যে ব্যাংক সরকারের একক ব্যাংক হিসাবে দেশের জন্য মুদ্রা প্রচলন করে, ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে, তাকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। জনকল্যাণ, মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা, অর্থ ও মূলধন বাজার গঠন ও পরিচালনা, ব্যাংক ব্যবস্থা সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন, মুদ্রার বিনিময় হার এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ ইত্যাদি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ বাজারের সংগঠক, অভিভাবক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যে ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কী বলে?
ক. সরকারি ব্যাংক
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

২. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানার প্রকৃতি কি?
ক. সরকারি
খ. বেসরকারি
গ. অংশীদারি
ঘ. যৌথ

৩. কোন ব্যাংক নিকাশ ঘরের কাজ করে?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক
খ. সমবায় ব্যাংক
গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
ঘ. মার্চেন্ট ব্যাংক

৪. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়?
ক. মুদ্রার প্রচলন
খ. নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন
গ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
ঘ. বৈদেশিক আমদানি

৫. বাংলাদেশে এক টাকার নোট ইস্যু করে কে?
ক. মহাব্যবস্থাপক
খ. গভর্নর
গ. অর্থসচিব
ঘ. অর্থমন্ত্রী

৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কে?
ক. মহাব্যবস্থাপক
খ. অর্থমন্ত্রী
গ. অর্থসচিব
ঘ. গভর্নর

৭. কোন ব্যাংক ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
খ. বাণিজ্যিক্য ব্যাংক
গ. বিনিয়োগ ব্যাংক
ঘ. ঋণদানকারী ব্যাংক

৮. কিসের বিপরীত বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রচলন করে?
ক. শেয়ার
খ. স্বর্ণ
গ. স্থায়ী সম্পদ
ঘ. বন্ড

৯. কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট নয়?
ক. ১০০ টাকা
খ. ১০ টাকা
গ. ৫ টাকা
ঘ. ২ টাকা

১০. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?
ক. বাংলাদেশ জাতীয় ব্যাংক
খ. ব্যাংক অব বাংলাদেশ
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক
ঘ. বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

১১. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কাজের অন্তর্ভুক্ত?
ক. নোট ইস্যু
খ. কর্মসংস্থান
গ. পরামর্শদান
ঘ. সম্পর্ক উন্নয়ন

১২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হলো-
i. নোট ইস্যু করা
ii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
iii. বিল বাট্টা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২.২ তালিকাভুক্ত ব্যাংকের তদারকি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তালিকাভুক্ত ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- তালিকাভুক্তি হওয়ার শর্তাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক

তালিকাভুক্ত ব্যাংককে তফসিলী ব্যাংকও বলা হয়। ব্যাংকিং জগতে 'তালিকা' বা 'তফসিল' বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুত এবং রক্ষিত একটি বিশেষ তালিকাকে বুঝায়। এই তালিকায় দেশের অভ্যন্তরে কার্যরত বিভিন্ন ব্যাংকের নাম শর্তসাপেক্ষে আন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক ইত্যাদির উপর কতগুলো শর্ত জুড়ে দেয়। যে সকল ব্যাংক এসব শর্ত পূরণ করতে পারে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় স্থান পায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ তালিকায় অন্যান্য ব্যাংকের নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে তালিকাভুক্তকরণ বলে। বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্য কোন ব্যাংক নিজ নাম তালিকাভুক্ত করতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত কতিপয় শর্ত পালন করতে হয়। এ শর্তগুলো পূরণ করতে পারলে বাংলাদেশের ভিতরে কার্যরত যে কোন ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকে তালিকাভুক্ত হতে পারে। ব্যাংকগুলো তালিকাভুক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। প্রথমে আমরা তালিকাভুক্তকরণ সম্পর্কে ভাল ধারণা পাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাংক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাধারণ আলোচনার সূত্রপাত করব।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে কি বুঝায়

একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের বহু সংখ্যক ব্যাংক থাকে। কিন্তু এসব ব্যাংকের সবগুলোই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হিসেবে থাকবে এমন কোন বাধ্যবধকতা নাই। কতিপয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট একটি তালিকায় অন্যান্য ব্যাংকের নামধাম লিপিবদ্ধ করে। এ তালিকায় কোন ব্যাংকের নাম অন্তর্ভুক্ত করার পর সেই ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। যে ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করে, সে ব্যাংককে ব্যাংকিং-এর পরিভাষায় তালিকাভুক্ত ব্যাংক (schcduled bank) বা তফসিলী ব্যাংক বলে। সোজা কথায় বলা যায়, যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক অথবা অন্য যে কোন ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হিসেবে এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে, সেগুলোকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে। তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে বিশেষ কতিপয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। তবে বিনিময়ে এদেরকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

কোন ব্যাংক ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত না হয়েও কাজ করতে পারে। বাংলাদেশে কয়েকটি স্থানীয় ব্যাংক ব্যতীত বাকি সব বাণিজ্যিক ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত। বাংলাদেশের ভিতরে যেসব বিদেশী ব্যাংক কর্মরত রয়েছে, তারাও বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

তালিকাভুক্ত ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. তালিকাভুক্ত ব্যাংক একটি নিজস্ব-সত্তা বিশিষ্ট ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান।
২. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বিশেষ তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
৩. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি তালিকাভুক্ত সদস্য।
৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হলেও তালিকাভুক্ত ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ পরিচালনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে।

৫. তালিকাভুক্ত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত থাকার জন্য কতিপয় শর্ত মেনে চলতে হয়। শর্তের বরখেলাপ করলে তালিকাচ্যুত হয়ে যেতে পারে।
৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং-সংক্রান্ত আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করতে হয়।
৭. তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হতে বিশেষ ধরনের কতিপয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।
৮. তালিকাভুক্ত ব্যাংক দেশের অর্থ বাজারের একটি সদস্য হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের তালিকাভুক্ত ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহও উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মত একইরূপ।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক হওয়ার শর্তাবলী

একটি ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হতে হলে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পালন করতে হয়:

১. প্রচলিত আইনানুসারে সংগঠিত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হতে হলে কোন ব্যাংককে দেশের প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী অথবা অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসারে গঠিত ও নিবন্ধিত হতে হবে।

২. মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যাংককে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করতে হয় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিল সংরক্ষিত রাখতে হয়। এ নিয়ম না মানলে কোন ব্যাংক তালিকাভুক্ত হতে পারে না। তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ কত হবে তা দেশের আইন বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বয়ং নির্ধারণ করে দিবে। বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত ব্যাংকের যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার মুলধন ও রিজার্ভ সংরক্ষিত রাখা অপরিহার্য।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদ অর্থ সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক ব্যাংককে এর মোট আমানতের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়। এ অর্থ নগদে জমা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমাকারী ব্যাংককে অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তালিকাভুক্ত করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষিত নগদ অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

৪. তরল সম্পদ সংরক্ষণ: তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যাংককে যে সকল শর্ত পূরণ করতে হয় তন্মধ্যে তরল সম্পদ সংরক্ষণ অন্যতম। প্রত্যেক ব্যাংক যাতে গ্রাহকদের দাবী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচাদি সহজেই প্রতিনিয়ত মিটাতে পারে সেইজন্য তাকে মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ তরল সম্পদ (liquid asset) হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। ব্যাংকের তারল্যের নিশ্চয়তা বিধানই এরূপ সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. সাপ্তাহিক প্রতিবেদন দাখিল: তালিকাভুক্ত ব্যাংক যে সকল আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন করে তার একটি সাপ্তাহিক বিবরণী বা প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট দাখিল করতে হয়। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষ দিনে এ প্রতিবেদন দাখিল করা প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক।

৬. সততার নিশ্চয়তা প্রদান: প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট এরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হয় যে, এর কাজ-কারবার আমানতকারীদের স্বার্থের প্রতিকুলে পরিচালিত হবে না।

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ

১. নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া এবং তালিকাভুক্ত করা: নির্ধারিত শর্ত পূরণ করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়। ব্যাংকের নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি নিতে হয়। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আইন প্রণয়ন করে এবং ব্যাংকগুলো তা মেনে চলছে কিনা তা তদারকী করে।

২. আন্তঃব্যাংক দেনা পাওনার নিষ্পত্তিতে নিকাশঘর হিসেবে কাজ করা: দৈনন্দিন ব্যাংকিং কাজ করতে গিয়ে দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। তালিকাভুক্ত ব্যাংকের একটি হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে খোলা থাকে। এ হিসাব ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তঃব্যাংক লেনদেন তদারকি করে।

৩. তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে ঋণ দেওয়া: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনে ঋণ দেয়। সুদের হার নিয়ন্ত্রণসহ মক্কেলদের ঋণ কার্যক্রম তদারকি করে।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ তদারকি করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে শুধু ঋণ প্রদানই করে না, বরং ব্যাংকগুলো কিভাবে কোন্ খাতে ঋণ দিচ্ছে তাও তদারকি করে। অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি লাভের আশায় কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেশি ঋণ দিয়ে থাকে। দেশের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসকল ঋণ তদারকি করে থাকে।

৫. ব্যাংক সমূহের হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করা: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সঠিকভাবে হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ করছে কিনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা তদারকি ও নিরীক্ষণ করে থাকে। ফলে ব্যাংকগুলো সঠিক হিসাব রাখতে বাধ্য হয়।

৬. বিধিবদ্ধ জমা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে আমানত সংগ্রহ করে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ জমা হিসবে রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে হিসাব খোলা থাকে এই জমার অর্থ সেই হিসাবে রাখা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরোপিত শর্ত পূরণ করলে এই ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় এবং তাকে তালিকাভুক্ত করে। দৈনন্দিন ব্যাংকিং কাজ করতে গিয়ে দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে আন্তঃ ব্যাংকিং দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। নিকাশ ঘর এ লেনদেন নিষ্পত্তি করে দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধিনস্থ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনে ঋণ দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেই সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ পায় তার চেয়ে বেশি সুদের হারে মক্কেলদের ঋণ দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সম্পর্কীত বিভিন্ন আইন প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং নিজেও ঋণ দান ও ঋণ সংগ্রহের বিষয়ে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের তত্ত্বাবধান করে কে?
   ক. সরকার
   খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
   গ. বিএসইসি
   ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক

২. SLR কী?
   ক. Statutory Liquidity Requirement
   খ. Statutory Liquidity Resrve
   গ. Statutory Liquidity Rate
   ঘ. Statutory Liquidity Ratio

৩. CRR কি?
   ক. Cost of Revenue Reserve
   খ. Cost Reserve Ratio
   গ. Cash Reserve Reuirement
   ঘ. Cash Revenue Requirement

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থবাজারের অভিভাবক বলা হয়, কারণ-

i. এ ব্যাংক অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে
ii. এ ব্যাংক ঋণের পরিমাণ সংকোচন করে
iii. এ ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২.৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

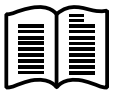

ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়?

সুদের বিনিময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং উচ্চ হারে আবার তা মক্কেলের কাছে ঋণ হিসেবে দেয়। এ ঋণ অর্থ সরবরাহের একটি বিরাট অংশ। তাই এর পরিমাণ বেড়ে গেলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং কমে গেলে মুদ্রা সংকোচন দেখা দেয়। এ কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এ ধরনের ঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এ কাজটি মূলতঃ বাংলাদেশ ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

ক) পরিমাণগত পদ্ধতি

বাজারের পুরো ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার যে কৌশল কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করে, তাকে সংখ্যাত্মক বা পরিমাণগত পদ্ধতি বলে। নিচে কৌশলগুলো বর্ণনা করা হলো:

১. ব্যাংক হার নীতি

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যে সুদের হারে ঋণ বা অগ্রীম গ্রহণ করে তাকে 'ব্যাংক হার' (Bank Rate) বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ব্যাংক হার বাড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এবং দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

মুদ্রা বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক হার' বাড়িয়ে দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি সুদে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকও জনগণকে ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে জনগণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং দেশে ঋণের পরিমাণ কমে যায়।

অন্যদিকে, দেশে ঋণের পরিমাণ কমে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক হার' কমিয়ে দেয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বেশি পরিমাণে ঋণ নিতে উৎসাহী হয়। খরচ কমে যাওয়ায় মুদ্রা বাজারে সুদের হার কমে যায় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ নেয়ার আগ্রহের কারণে ঋণের চাহিদা বেড়ে যায়।

২. খোলা বাজার নীতি

বিভিন্ন খরচ নির্বাহ করার জন্য সরকারকে মাঝে মধ্যে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। আবার অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য বাজার হতে বিভিন্ন ধরনের বন্ড, সিকিউরিটিজ, শেয়ার ইত্যাদি সরকার কিনতে পারে। এগুলো কেনাবেচার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুবিধাজনক শর্তে সরকারী বন্ড বাজারে ছাড়ে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে অর্থ তুলে নিয়ে এসব বণ্ড কেনে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ কমে যায় এবং ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমে যায়।

অন্যদিকে, বাজারে ঋণের ঘাটতি হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে বেসরকারী বন্ড, সিকিউরিটিজ, শেয়ার ইত্যাদি কিনে নেয়। ফলে বাজারে অর্থের যোগান বেড়ে যায়, যা এক পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে আমানত হিসাবে জমা হয় এবং তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে। খোলাবাজার নীতি খুব জনপ্রিয় এবং প্রতিটি দেশে এর প্রচলন খুব বেশি।

৩. বিধিবদ্ধ জমার হার পরিবর্তন নীতি

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে মোট আমানতের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। একে বিধিবদ্ধ জমা বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার হার কমিয়ে বা বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

বাজারে ঋণের পরিমাণ কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ জমার হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ হিসাবে দেওয়ার মতো তহবিল কমে যায়।

অন্যদিকে, বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ জমার হার কমিয়ে দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আমানতের অপেক্ষাকৃত কম অংশ বিধিবদ্ধ জমা হিসাবে রাখতে হয় এবং তাদের হাতে ঋণ হিসাবে দেওয়ার মতো তহবিলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে দেশে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়।

খ) নির্বাচনমূলক পদ্ধতি

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে। সে জন্য কোন অনগ্রসর খাতকে গুরুত্ব দিতে হয়। দেশের কোন একটি বিশেষ খাতের উন্নয়নের জন্য যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ খাতে ঋণ বাড়ানো বা কমানোর বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে তখন তাকে নির্বাচনমূলক পদ্ধতি বা গুণগত পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নয় বরং কোন একটি বিশেষ খাতের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাহলে আসুন, এ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি।

১. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি

এ নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে খাতে বেশি ঋণ প্রয়োজন সেই খাতে ঋণ প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক ব্যংকগুলোকে নির্দেশ দেয়। যেমন, আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি চিংড়ি চাষ প্রকল্পে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চায় তাহলে এজন্য তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে এ খাতে ঋণ দেওয়ার জন্য একটি কোটা নির্ধারণ করে দেয়। প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বিশেষ ঋণ সুবিধাও দেয়। অন্যদিকে ঋণের পরিমাণ কমাতে চাইলে ঐ খাতে ঋণের কোটা কমিয়ে দিতে পারে। এভাবে বিশেষ খাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি বলে।

২. ভোগ্যপণ্যের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি

টিভি, ফ্রিজ, এয়ারকুলার, মোটরসাইকেল ইত্যাদি ভোগ্যপণ্য কেনার খাতে ঋণের পরিমাণ কাঙ্খিত পর্যায়ে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকগুলোর জন্য নিয়মনীতি তৈরী করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। উগাহরণ স্বরূপ ধরি, কোন ঋণ প্রকল্পে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ভোগ্যপণ্য কেনার জন্য ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রথম পরিশোধ্য মূল্য (Down Payment) একবারে ২০% এবং পরবর্তী ১২ মাসে সমান ১২ কিস্তিতে ঋণের বাকি অংশ ফেরত দিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি এ খাতে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তাহলে প্রথম পরিশোধ্য মূল্য ৩০% এবং পরবর্তী ১০ মাসে সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের বাকি অংশ ফেরত দেওয়ার নিয়ম নির্ধারণ করে দিতে পারে। এতে করে ভোক্তাদের ঋণ গ্রহণের আগ্রহ কমে যায়। আবার ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কিস্তির সংখ্যা বাড়িয়ে ও প্রথম পরিশোধ্য মূল্য কমিয়ে ভোক্তাদের ঋণ গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

৩. জামানতী ঋণের মার্জিন পরিবর্তন নীতি

সাধারণত ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য জামানত (collateral) দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। জামানতী ঋণের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ মূল্যের জামানতের বিপক্ষে কত টাকা ঋণ দেওয়া

হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জামানতী ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ধরা যাক, এ ধরনের একটি প্রকল্পে ১০০ টাকার সম্পদ জমা রেখে ৭০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ৩০% মার্জিন রাখা হয়। ধরুন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ খাতে ঋণের পরিমাণ কমাবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্জিনের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪০% নির্ধারণ করে দিতে পারে। অর্থাৎ নতুন এ নিয়মে ১০০ টাকার সম্পত্তি জামানত রেখে ৬০ টাকা ঋণ পাওয়া যাবে। এতে ঋণ গ্রহণকারীদের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কমে যাবে এবং ঋণ নিতে চাইলেও আপনা-আপনি প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমে যাবে। অন্যদিকে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্জিন কমিয়ে দিতে পারে।

৪. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি

কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন, অতিরিক্ত দন্ডনীয় সুদ চার্জ করা, অতিরিক্ত বিধিবদ্ধ জমা সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া, ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দেওয়া ও বিলবাট্টা করণে অতিরিক্ত সুদ ধার্য করা ইত্যাদি।

৫. নৈতিক প্ররোচনা পদ্ধতি

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন 'নির্দেশনা' (directive) ইস্যু না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন, দেশে বন্যার ফলে কৃষি খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি খাতে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করতে পারে। এতে কিছুটা হলেও ঋণের পরিমাণ বাড়তে পারে। যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (Regulator), সেহেতু অন্যান্য ব্যাংক এ ধরনের উপদেশ উপেক্ষা করতে পারে না।

৬. প্রচারনা পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বুলেটিন, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা ও প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করে দেশের আর্থিক অবস্থা, ব্যাংকিং পরিস্থিতি, মুদ্রানীতি, ঋণনীতি, খাতওয়ারী ঋণের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় তুলে ধরতে পারে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পড়ে, যা তাদের ঋণ ব্যবস্থাপনাকেও প্রভাবিত করে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কখনো নিয়ন্ত্রক (Regulator), আবার কখনো পরামর্শকের ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাংক হার বাড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এবং দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুবিধাজনক শর্তে সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটিজ বাজারে ছাড়ে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ কমে যায় এবং ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ জমার হার কমিয়ে বা বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ঋণদানের শেষ আশ্রয় স্থল হল–
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক
খ. গ্রামীণ ব্যাংক
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক
ঘ. সোনালী ব্যাংক

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার থেকে সিকিউরিটি ক্রয় করলে কী প্রভাব পড়ে?
ক. মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস পায়
খ. মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায়
গ. জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়
ঘ. জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?
ক. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি
গ. মুদ্রা সংকোচন রোধ
ঘ. ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখা

৪. কিভাবে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো যায়?
ক. জমার হার বাড়িয়ে
খ. ব্যাংক হার কমিয়ে
গ. খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করে
ঘ. ব্যাংক হার বাড়িয়ে

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি করার ফলে-
i. বাজারে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়
ii. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়
iii. দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৬. ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতি-
i. খোলা বাজার নীতি
ii. জমার হার পরিবর্তন নীতি
iii. জামানতের প্রান্তিক হার পরিবর্তন নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৭. ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়-
i. ব্যাংক হার কমলে
ii. খোলা বাজারে বন্ড ক্রয় করলে
iii. জমার হার বাড়িয়ে দিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২.৪ নিকাশঘর : কার্যাবলী, পদ্ধতি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিকাশঘর কি তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- নিকাশঘরের কার্যাবলী ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিকাশঘরের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন

নিকাশ ঘর (Clearing House)

চেকের মাধ্যমে আপনি আপনার ধার-দেনা শোধ করতে পারেন। ধরুন, আপনার বন্ধুকে ধার শোধ বাবদ ১০০ টাকার একটি চেক প্রদান করলেন। আপনার হিসাব সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় এবং আপনার বন্ধুর হিসাব জনতা ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখায়। আপনার বন্ধু চেকটি জনতা ব্যাংকের তার নিজের হিসাবে জমা করবে। অতঃপর জনতা ব্যাংক এই চেকের অর্থ সোনালী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করবে। মনে রাখবেন, এ ধরনের সংগ্রহের জন্য জনতা ব্যাংকের কোন কর্মীকে সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় আসতে হবে না। চেকটির অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ হয়ে আপনার বন্ধুর হিসাবে জনতা ব্যাংকের ঐ শাখায় জমা হবে। এই প্রক্রিয়াকে ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ ধরনের আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন করা হয়।

নিকাশ ঘর কাকে বলে?

নিকাশ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনাপাওনা অতি সহজেই নিষ্পত্তি করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি সমাধা করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে নেতা ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে একে অন্যের উপর আদিষ্ট চেক, ড্রাফট ইত্যাদি দলিলসমূহ বিনিময় করেন। অল্প সময়ের মধ্যে এই বিনিময় সমাধা করার জন্য পূর্বেই চেক ইত্যাদিকে শাখা অনুযায়ী এবং ব্যাংক অনুযায়ী আলাদা করে রাখা হয়। বিনিময় সমাধা করার জন্য দেনা-পাওয়ানার হিসাব বের করা হয় এবং নেতা ব্যাংকের সাথে পরিচালিত চলতি হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন সমাধা করা হয়। সোজা কথায় বলা যায়: একটি নির্দিষ্ট এলাকার ব্যাংকসমূহের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হল নিকাশ ঘর। চেক, ড্রাফট ইত্যাদি হতে উদ্ভুত ব্যাংকগুলোর পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটমাট করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে নিকাশ ঘর। সাধারণতঃ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশ ঘর হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্থানীয় অফিস নিকাশ কার্য পরিচালনা করে। ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট যে নগদ অর্থ জমা রাখে তা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের জমার পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে ব্যাংকগুলোর দেনা-পাওনা মিটানো হয়। সুতরাং বলা যায়: 'Clearing is a process by which bankers cxchange cheques drawan against each other which are received by them for collection or clearance from their customers.'

নিকাশ ঘর ব্যবস্থার উৎপত্তি

ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা হতেই বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সহজে দেনাপাওনা নিষ্পত্তির জন্য কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু ছিল না। ব্যাংকের একজন প্রতিনিধিকে বিভিন্ন শাখায় ঘুরে ঘুরে চেকের টাকা সংগ্রহ করে আনতে হতো। এতে বহু সময় অর্থের অপচয় হত। আরডিন নামে ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি সর্ব প্রথম চিন্তা করলেন যে, এই সংগ্রহ কর্মটি সকল ব্যাংকের প্রতিনিধিরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে তাদের হিসাবের মাধ্যমে সমাধা করতে পারে। তার এই চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করেই নিকাশ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৭৭৫ সালে ব্যাপকভাবে নিকাশ সুবিধার জন্য 'লন্ডন নিকাশ ঘর' স্থাপিত হয়। অবশ্য আগে থেকেই কিছু কিছু নিকাশ ব্যবস্থা চালু ছিল।

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে নিকাশ কার্য পরিচালিত হত। ১৯৪৮ সালে State Bank of Pakistan প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিকাশ ব্যবস্থার দায়িত্ব State Bank of Pakistan-এর উপর অর্পিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিকাশ ব্যবস্থার দায়িত্ব 'বাংলাদেশ ব্যাংক' গ্রহণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ১৬টি শহরে নিকাশ ব্যবস্থা চালু আছে। ইহাদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি ৪টি কেন্দ্র এবং সোনালী ব্যাংক ১২টি কেন্দ্র পরিচালনা করে।

নিকাশ ঘরের বৈশিষ্ট্যসমূহ

একটি নিকাশ ঘরে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখতে পাওয়া যায় :

১. নির্ধারিত ঘর : নিকাশ ঘর একটি নির্দিষ্ট স্থানে (সাধারণত : একটি ঘর বা কক্ষে) অবস্থিত হয়। বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিরা এ কক্ষে হাজির হয়ে চেক, ড্রাফট ইত্যাদি বিনিময় করেন।

২. নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন : নিকাশ ঘর ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কতিপয় নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। সকল ব্যাংককেই নিকাশ সংক্রান্ত এই বিধিসমূহ মেনে চলতে হয়।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রভাব: নিকাশ ঘরের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুরোপুরি প্রভাব থাকে। এর জন্য নিয়ম-কানুন নির্ধারণ হতে আরম্ভ করে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার প্রায় সম্পূর্ণ কাজই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পাদন করে থাকে।

৪. স্বায়ত্বশাসন: নিকাশ ঘর স্বায়ত্বশাসন বিশিষ্ট সংগঠন। ব্যাংকসমূহ এর সদস্য হয়।

৫. দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি : নিকাশ ঘরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি ব্যাংকসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য সৃষ্টি করা হয়। নিকাশ ঘর এর আওতাধীন ব্যাংকসমূহের চেক থেকে যে পারস্পরিক দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়, তার নিষ্পত্তি করে।

কিভাবে ব্যাংকগুলো নিকাশ পদ্ধতির মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে

নিকাশ-ঘরে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ মিলিত হয় এবং সকলে সেখানে আসার সময় অন্য ব্যাংকের নামে কাটা চেকসমূহ সঙ্গে করে নিয়ে আসে। নিকাশ-ঘরে একত্রিত হওয়ার পর তারা চেক বিনিময় করে। নিজের ব্যাংকের নামে কাটা চেকগুলো প্রত্যেক প্রতিনিধি সংগ্রহ করে ব্যাংকে নিয়ে যায়। নিকাশ-ঘরের পরবর্তী মিটিং-এ (একই দিন) যেসব চেকের অমর্যাদা (dishonour) হয় সেগুলোর ব্যাপারে ফয়সালা হয়। অর্থাৎ ব্যাংকের প্রতিনিধি তার নিজের ব্যাংকের উপর কাটা চেক অসম্মানিত হলে সেগুলো নিকাশ ঘরে নিয়ে আসে এবং পরবর্তী মিটিং-এ যে ব্যাংক হতে চেক গ্রহণ করেছিল সে ব্যাংকের প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেয়। আর, ব্যাংকে ফিরবার সময় অন্য ব্যাংকের উপর কাটা অপরিশোধিত চেকগুলো (unrealised cheques) সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এসব অপরিশোধিত চেক জমাকারীর নিকট ফেরত দেওয়া হয়।

ব্যাংকের প্রত্যেক প্রতিনিধিকে নিকাশ-ঘর হতে একটি মুদ্রিত ফরম সরবরাহ করা হয়। এ ফরমে প্রত্যেকটি নিকাশ-ব্যাংকের নামে একটি কলাম থাকে এবং এ কলাম ডেবিট ও ক্রেডিট কলামে বিভক্ত থাকে। মনে করি, রূপালী ব্যাংকের প্রতিনিধি পুবালী ব্যাংকের নামে কাটা এক ব্যক্তির চেক পুবালী ব্যাংকের প্রতিনিধির নিকট অর্পণ করল। পুবালী ব্যাংকের প্রতিনিধি তখন এসব চেকের মোট টাকার পরিমাণ রূপালী ব্যাংকের 'ক্রেডিট' কলামে লিপিবদ্ধ করবে। আবার পুবালী ব্যাংকের প্রতিনিধিও রূপালী ব্যাংকের নামে কাটা এর বাণ্ডিল চেক রূপালী ব্যাংকের প্রতিনিধির নিকট অর্পণ করল। তখন পুবালী ব্যাংকের প্রতিনিধি চেকের মোট টাকার পরিমাণ একই ফরমে রূপালী ব্যাংকের 'ডেবিট' কলামে লিপিবদ্ধ করবে। নিকাশ ঘরের ফরমটির উভয় কলাম যোগ করে উদ্বৃত্ত বের করা হয়। উদ্বৃত্ত রূপালী ব্যাংকের অনুকুলেও হতে পারে অথবা প্রতিকুলেও হতে পারে। ডেবিট পার্শ্বের তুলনায় ক্রেডিট পার্শ্ব অধিক হলে রূপালী ব্যাংক পার্থক্যের সমপরিমাণ টাকা পাবে। পক্ষান্তরে, ক্রেডিট পার্শ্ব ডেবিট পার্শ্ব হতে কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ টাকা রূপালী ব্যাংক প্রদান করবে।

নিকাশ ঘরে পাঠানোর জন্য প্রত্যেক ব্যাংক একটি বিবরণী তৈরি করে। এ বিবরণীতে যেসব ব্যাংকের চেক গৃহীত হয় তাদের নাম, চেকের নম্বর ও টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকে। নিম্নে এরূপ একটি বিবরণীর নমুনা দেওয়া হল :

সিটি ব্যাংক লি :

নিকাশ ঘরে প্রেরিতব্য বিবরণী
তারিখ : ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৮

ব্যাংকের নাম	চেকের নম্বর	টাকার পরিমাণ
১. ন্যাশনাল ব্যাংক, মতিঝিল	ট ৫৩০৭৮	২০,০০০
২. ইউ সি বি এল, এলিফেন্ট রোড	প ৩৪৩৮৯	১৬,০০০
৩. ইসলামী ব্যাংক, ইমামগঞ্জ	থ ৭০০৩১০	৯,০০০
৪. জনতা ব্যাংক, পোস্তগোলা	খ ৯১২৩৫৬	১০,০০০
৫. সোনালী ব্যাংক, কাওরান বাজার	গ ৩৪৫৬৭	৮,০০০
৬. অগ্রণী ব্যাংক, ফার্মগেট	ক ৭৬৫৬৩	১২,০০০
		৭৫,০০০

নিকাশ ঘরের অন্যান্য সদস্য ব্যাংকগুলোও একই ধরনের বিবরণী প্রস্তুত করবে এবং নিকাশ ঘরে পাঠিয়ে দিবে। সব ব্যাংকের নিকট হতে প্রাপ্ত বিবরণীর উপর ভিত্তি করে নিকাশ ঘর কর্তৃপক্ষ একটি সমন্বিত বিবরণী (consolidated statement) প্রস্তুত করবে এবং এতে প্রত্যেক ব্যাংকের দেনা-পাওনা আলাদা আলাদা ঘরে দেখানো হবে। সমন্বিত বিবরণী অনুসারে যে ব্যাংকের দেনা হয় সে ব্যাংকের "নিকাশ-ঘর হিসাব" (Clearing House Account) দেনার সমপরিমাণ ডেবিট করা হয়। আর যদি কোন ব্যাংকের পাওনা হয় তাহলে সে ব্যাংকের হিসাব ক্রেডিট করা হয়। উল্লেখ্য যে, নিকাশ-ঘরে প্রত্যেক সদস্য ব্যাংকের একটি করে হিসাব থাকে। একে নিকাশ ঘর হিসাব বলে। মনে রাখা দরকার যে, সমন্বিত বিবরণীতে সব ব্যাংকের হিসাবের ডেবিট-উদ্বৃত্তের সাথে ক্রেডিট উদ্বৃত্ত সব সময় সমান হয়। নিম্নে নিকাশ ঘরের সমন্বিত বিবরণীর একটি নমুনা দেওয়া হলো:

নিকাশ ঘর
সমন্বিত বিবরণী
তারিখ: ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৮

ব্যাংকের নাম	দেনা	পাওনা	উদ্বৃত্ত	
			দেনা	পাওনা
ন্যাশনাল ব্যাংক	৫০,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	
সিটি ব্যাংক	৪২,৫০০	৬২,৫০০		২০,০০০
প্রাইম ব্যাংক	৮০,০০০	৭৫,০০০	৫,০০০	
মধুমিতা ব্যাংক	৭৫,০০০	৬০,০০০	১৫,০০০	
ওয়ান ব্যাংক	৪৫,০০০	৬৫,০০০		২০,০০০
জনতা ব্যাংক	২৭,৫০০	৬২,৫০০		৫,০০০
	৩,২০,০০০	৩,২০,০০০	৪৫,০০০	৪৫,০০০

আউট-স্টেশন (Outstation) চেক নিকাশ-ঘরের মাধ্যমে ভাংগানো হয় না। সাধারণত : কোন ব্যাংক এ জাতীয় চেক নিজস্ব শাখা অথবা এজেন্টের মাধ্যমে বা সরাসরি আদিষ্ট ব্যাংকের নিকট উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম লালদীঘির পাড়স্থ সোনালী ব্যাংকের উপরে কাটা একটি চেক ঢাকার রূপালী ব্যাংকে সংগ্রহের জন্য জমা দেওয়া হলো। রূপালী ব্যাংক চেকটি ঢাকাস্থ নিকাশ-ঘরে হাজির করবে না। কারণ এটি স্থানীয় চেক নয়। তাই রূপালী ব্যাংক চেকটি চট্টগ্রামের রূপালী ব্যাংকের একটি শাখা বা এজেন্টের মাধ্যমে অথবা সরাসরি সংগ্রহের জন্য সোনালী ব্যাংকে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য নিকাশঘর পদ্ধতিটি খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

চেকের মাধ্যমে আপনি আপনার ধার-দেনা শোধ করতে পারেন। নিকাশ এমন একটি প্রক্রিয়া যাহার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনা পাওনা অতি সহজেই নিষ্পত্তি করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি সমাধা করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে নেতা ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে একে অন্যের উপর আদিষ্ট চেক, ড্রাফট ইত্যাদি দলিলসমূহ বিনিময় করেন। ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা হইতেই বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সহজে দেনা পাওনা নিষ্পত্তির জন্য কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু ছিল না। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত পাক-বাংলা-ভারত-উপমহাদেশে ইম্পোরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে বিকাশ কার্য পরিচালিত হত। নিকাশ-ঘরে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ মিলিত হয় এবং সকলে সেখানে আসিবার সময় অন্য ব্যাংকের নামে কাটা চেকসমূহ সঙ্গে করিয়া নিয়া আসে। নিকাশ-ঘরে একত্রিত হওয়ার পর তাহারা চেক বিনিময় করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিকাশ ঘরের মূল কাজ হলো-
   ক. ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
   খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাওনা আদায় করা
   গ. ব্যাংকগুলোর লেনদেন নিষ্পত্তি করা
   ঘ. ঋণের ভারসাম্য রক্ষা করা

২. নিকাশ ঘর কী?
   ক. আন্তঃ ব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিস্থল
   খ. ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়
   গ. বিশেষ ধরনের লম্বা টুল বা বেঞ্চ
   ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ ঘর

৩. নিকাশ ঘরের বৈশিষ্ট্য হলো-
   i. এটি আন্তঃ ব্যাংকিং নেদা-পাওনার নিস্পত্তি স্থল
   ii. এটি প্রাত্যহিক লেনদেন নিস্পত্তি ব্যবস্থা
   iii. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাওনা আদায় পদ্ধতি
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নিকাশ ঘর ব্যবস্থা বলতে কি বুঝেন? নিকাশ ঘরের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
২. নিকাশ ঘর কাকে বলে? নিকাশ ঘরের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানুন লিখুন।
৩. নিকাশ ঘর বলতে কি বুঝায়? আন্তঃব্যাংক দেনা-পাওনা কি উপায়ে নিষ্পত্তি করা হয়?
৪. নিকাশ বলতে কি বুঝায়? নিকাশ পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৫. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশ ঘর হিসাবে কাজ করে- ব্যাখ্যা করুন।
৬. নির্গম ও আগাম নিকাশের স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে নির্ণয় করা হয়? স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৭. প্রত্যন্ত অঞ্চলের চেকের টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৮. নিকাশ ঘরের সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন। গ্রাহকদের নিকট হতে নিকাশ চেক গ্রহণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
৯. নিকাশ ঘর কাকে বলে? নিকাশ ঘরের সুবিধাগুলি কি কি।
১০. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে কি বুঝেন? কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
১১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে? দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
১২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী সংক্ষেপে লিখুন।
১৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দিন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের পার্থক্য আলোচনা করুন।
১৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব কি?
১৫. একটি দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কি?
১৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আবশ্যকতা কি?
১৭. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি কি কাজ করে?

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. ঐশী তার প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা চেক যা জনতা ব্যাংকের চেকে পেয়ে প্রাইম ব্যাংকে তার সঞ্চয়ী হিসাব জমা দেয়ার পরদিন টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক কর্মকর্তা ঐশীকে পরদিন আসতে বলে। কারণ এভাবে বিভিন্ন ব্যাংকের চেকের টাকা পেতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে অর্থ জমা হয়। এ ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে ব্যবসায় জগতে লেনদেনে যেমন সুবিধা হয়েছে তেমনি ব্যবসায়ও সম্প্রসারিত হয়েছে।
   ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী?
   খ. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়?
   গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি কী? ব্যাখ্যা করুন।
   ঘ. উল্লিখিত উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যবস্থাধীনে চেকের অর্থসংগ্রহ কী ব্যবসায় সম্প্রসারণে সহযোগিতা করছে? আপনার উত্তরের যথার্থতা দেখান।

২. ফ্রেন্ডস ব্যাংক লিমিটেড ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গ্রাহকদের ব্যাপক পরিমাণ ঋণ প্রদান করে সবার নজরে চলে আসে। ঋণদান এবং বিনিয়োগের পরিমাণ অত্যাধিক হওয়ায় ব্যাংকটি আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফ্রেন্ডস ব্যাংককে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসলো এবং দুইশত কোটি টাকা ঋণ প্রদান করল।
   ক. বাংলাদেশ ব্যাংক কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
   খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।
   গ. কোন নীতি ভঙ্গ করায় ফ্রেন্ডস ব্যাংক জমাকৃত অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না? বর্ণনা করুন।
   ঘ. ফ্রেন্ডস ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ প্রদান করা কতটা যৌক্তিক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৩. ইয়াছিন বিবিএ পড়ুয়া একজন ছাত্র। সে তার ইন্টারশিপ প্রোগ্রামের জন্য এমন একটি ব্যাংককে বেছে নিল যেটি সারা বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাংকটি মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবেও কাজ করে। সে দেখলো ব্যাংকটি প্রয়োজনে তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে ঋণদান ও নানান পরামর্শও প্রদান করে থাকে।

ক. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি কী?

খ. ব্যাংক হার বলতে কী বোঝেন?

গ. ইয়াছিনের ইন্টারিশপ করা ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? বর্ণনা করুন।

ঘ. তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে ঋণদান ও পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাংকটি কী হিসেবে কাজ করছে বিশ্লেষণে করুন।

৪. ভাগ্য নামে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ব্যাংকের কার্যক্রমের অনুরূপ কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি তফসিলভুক্ত নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ভাগ্য প্রতিষ্ঠানটি তদন্ত করে দেখে এরা জনগণের আমানত গ্রহণ করে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি তার আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রকাশ করতে চায় না। ভাগ্য প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ভাগ্য প্রতিষ্ঠানটির সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করলো।

ক. তিনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম লিখুন।

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে আলাদা কেন?

গ. ভাগ্য প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলীভুক্ত হতে চাইলে তার করণীয় বর্ণনা করুন।

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক ভাগ্য প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকারকে সুপারিশ করার যৌক্তিতা তুলে ধরুন।

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিম্নরূপ–

বিবরণ	পূর্বতন হার	নতুন ঘোষিত হার
ব্যাংক হার	৫%	৬%
বিধিবদ্ধ তারল্য আবশ্যকতার হার	১৮%	২০%
জামনতি ঋণের প্রান্তিক হার	৩০%	৫০%

ক. নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে কোন ব্যাংক?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি উল্লেখ করুন।

গ. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একাধিক হার পরিবর্তন করায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বর্ণনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকের নতুন ঘোষিত হার অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে দেশের অর্থনীতি উন্নয়ন অবদান রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৬. ২০০৭ মালের প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ে এদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ করে সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার ফসল ও চিংড়ি চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা। ব্যাংক ঋণ নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করা অসম্ভব। কারণ ঐ এলাকার ব্যাংকগুলো জানে ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। এ মুহূর্তে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এগিয়ে আসে এবং ঘোষণা করে ঐ ঞ্চলের ব্যাংকগুলোকে ব্যাংক হার ৬%-এর পরিবর্তে ৫% হারে ঋণ প্রদান করা হবে তবে মঞ্জুরকৃত ঋণের ২০% অবশ্যই কৃষক ও চিংড়ি চাষিদের প্রদান করতে হবে। এ ব্যবস্থায় কৃষক নতুন জীবন শুরু করার আশা খুঁজে পেল।

ক. নগদ জমার আবশ্যকতা কী?

খ. নিকাশ ঘরের ৩টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তা বর্ণনা করুন।

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক হার পরিবর্তন করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কৃষক ও চিংড়ি চাষিদের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাটি কতটা যৌক্তিক হয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৭. ABC ব্যাংক মুদ্রা বাজারে ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখার জন্য নগদ সংরক্ষণ ও সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে আবার কখনো বন্ড সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু নানান পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সীমাবদ্ধতার কারণে অইঈ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যার প্রভাবে মুদ্রা বাজারে কীরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে।
ক. যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?
গ. অইঈ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে কোন পদ্ধতির ব্যবহার করছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. অইঈ ব্যাংক মুদ্রার সরবরাহ সবসময় কাম্যস্তরে না রাখতে পারার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে– মতামত দিন।

৮. 'শাহজালাল ব্যাংক' মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংকটির কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন যে, এ দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কৃষির উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ বছর তাই ব্যাংকটি কয়েকটি খাতে ঋণ বন্ধ করে দিয়ে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের প্রায় সম্পূর্ণই কৃষিখাতে ঋণ দেয়। 'শাহজালাল ব্যাংকের' কর্মকাণ্ড বিধি বহির্ভুত উল্লেখ করে 'হাবিব ব্যাংক' 'শাহজালাল ব্যাংককে' কারণ দর্শানোর নোটিশ দিলেও 'টিসু' ব্যাংকের ক্ষেত্রে নিরব থাকে। উভয় ব্যাংক 'হাবিব ব্যাংকে'র ওপর নির্ভরশীল।
ক. একক ব্যাংক কী?
খ. ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের 'হাবিব ব্যাংক' কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে হাবিব ব্যাংকের বৈষম্যমূলক আচরণের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করুন।

৯. জনাব রাসেল অগ্রণী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০ টাকা মূল্যের একটি দাগকাটা চেক ডাচ-বাংলা ব্যাংকের উত্তরা শাখায় জমা দেয়। তখন ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে বলেযে সে ৪৮ ঘণ্টা পর চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারবে। কারণ হিসেবে তিনি বললেন, এ চেক নিকাশ ঘরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে যার নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট অবস্থান ও নির্দিষ্ট রীতিনীতি রয়েছে। ব্যাংক কর্মকর্তা আরও বললেন, নিকাশ ঘরের মাধমে শুধু মক্কেলদের লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয় না বরং একটি ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার আন্তঃলেনদেনগুলোও নিষ্পত্তি করা হয়।
ক. ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল কোনটি?
খ. অর্থ সরবরাহ বলতে কী বোঝায়?
গ. জনাব রাসেলকে নিকাশ ঘর সম্পর্কে যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে তা বর্ণনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকে কত ধরনের লেনদেন নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ :	১. খ	২.ক	৩.গ	৪.ঘ	৫.গ	৬.ঘ	৭.ক	৮.খ	৯.ঘ	১০.গ
	১১.গ									
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ :	১.ঘ	২.ক	৩.গ	৪.ক						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ :	১. গ	২.ক	৩.ক	৪.খ	৫.ক	৬.ক	৭.ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ :	১. ঘ	২.ক	৩.ঘ							